যুগান্তর

তারিখ ...30 SEP 2007...
পৃঃ 4 কলাম 7......

86 সম্পাদকীয়

শিক্ষকদের পাওনা

অবসরে যাইবার পরেও যদি ভোগান্তির শিকার হইতে হয়, উহার চাইতে কষ্টের আর কী হইতে পারে? এইরূপ দুর্বিপাকে পড়ে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী আর আধা সরকারি, বেসরকারি শিক্ষকরা। দেশের প্রায় সাড়ে ৫ লক্ষ বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী পড়িয়াছেন সেই ভোগান্তিতে। বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড এবং কল্যাণ তহবিল অবসরপ্রাপ্তদের সুবিধা দিবার চাইতে যারপরনাই হয়রানিই উপহার দিতেছে। এই অভিযোগ যে ভিত্তিহীন নহে— সরেজমিন তদন্তে উহা বাহির হইয়া আসিয়াছে। জোট শাসনামলে নিয়োগপ্রাপ্ত কয়েকজন এই সংস্থা দুইটির নেতৃত্বে থাকায় এইরূপ অবস্থার উদ্ভব বলিয়া অভিযোগ। চেক জালিয়াতি, কমিশনের টাকা কম দেওয়া, অফিস শেষ হইবার পূর্বেই মেইন গেট বন্ধ করে দেওয়া, দূর-দূরান্ত হইতে আগত শিক্ষকদের সহিত দুর্ব্যবহারসহ ভুয়া চেক ইস্যুর অভিযোগ প্রমাণের পরও কৌশলে অভিযুক্তরা পার পাইয়া যাইতেছে। শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনের ৬ শতাংশ অবসর সুবিধা বোর্ড এবং ২ শতাংশ কল্যাণ তহবিলে জমা রাখা হয়, যাহাতে অবসর জীবনে তাহারা সংকটে না পড়েন। ১৯৯২ সালে তৎকালীন সরকারের লওয়া ঐ পদক্ষেপ প্রশংসা কুড়াইলেও বর্তমানে সংস্থাটি বদনামের ভাগীদার। একটি কল্যাণকর উদ্যোগ কতটা হয়রানিমূলক হইয়া উঠিতে পারে, ঐ বোর্ড ও কল্যাণ তহবিল উহার উদাহরণ। যুগান্তরে প্রকাশিত রিপোর্টটি দেখিয়া স্পষ্ট যে, নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মকর্তাদের একাংশই শিক্ষকদের শত্রু। তাহা না হইলে কেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মকর্তারা এমন ভোগান্তির শিকার হইবেন? যেই সকল কর্মকর্তার নামের সঙ্গে চেক জালিয়াতির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উঠিয়াছে, তাহারা কোন জাদুবলে এখনও সংস্থার শীর্ষপদে বহাল থাকেন? প্রমাণ পাওয়ার পরও কেন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গৃহীত হইতেছে না? এই গোমর যতদিন না ফাঁস হইবে, ততদিন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের অবসর সুবিধা আদায় দুর্ভোগমুক্ত হইবে না। প্রতিষ্ঠান দুইটি দুষ্ট লোকের আখড়ায় পরিণত হইয়াছে। যাহারা চেক জালিয়াতির মাধ্যমে লাভবান হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ মিলিয়াছে, তাহাদের অপসারণই হওয়া উচিত প্রথম পদক্ষেপ। কম দোষীদের বদলি করা যাইতে পারে। সংস্থা দুইটি নূতন একটি ধারা সংযোজন করিয়া লইতে পারে যে, যেই সকল শিক্ষক-কর্মচারী এক বৎসরের মধ্যে অবসরে যাইবেন, তাহাদের পাওনা হিসাব তৈরি করিয়া রাখিবেন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। ইহার ব্যত্যয় ঘটিলে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি অভিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবেন। অবৈধভাবে উপার্জনের আকাঙ্ক্ষা ঐ সকল চাকুরের মধ্যে এতটাই তীব্র যে, উহা রোধ করা দুষ্কর। এই রমজানে যেই সকল শিক্ষক-কর্মচারীর অবসর সুবিধা পাইবার কথা, তাহারা কি অসৎদের হাত গলাইয়া উহা পাইবেন? সরকার এই ব্যাপারে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করুক।